মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল

সারা দেশে বিএনপি ও জামায়াতের সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাসভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের শামসুদ্দোহা পার্কে এসে আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

মিছিলটির নেতৃত্ব দেন বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ জামান, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ সহজেলা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের

অবস্থান কর্মসূচি

সারা বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে জামাত-বিএনপি’র যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার মোকাবেলা এবং জনগণের জানমাল রক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডাকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে বেলা বারোটা থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে উপজেলা আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন,দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন, দারিয়াপুর চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানসহ ছাত্রলীগ যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুব মহিলা লীগ কৃষক লীগ, তাঁতী লীগ সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা স্লোগান দেওয়ার সময় সাব্বির নামে এক শিক্ষার্থী রাস্তাদিয়ে মটরসাইকেরে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগকে টোকায় লীগ বলে কটুক্তি করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তার উপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। পরে ছাত্রলীগের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতাকর্মীর এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে রক্ষা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

মুজিবনগরে উপজেলা সন্ত্রাস ও

নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে উপজেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ উজ্জ্বল কুমার দত্ত, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা প্রকৌশলী খালিদ হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান রাজীব, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন,সহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, এনজিও কর্মী সহ স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ।

সভায় দেশের চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় এবং জনগণের জানমাল রক্ষা ও সরকারের বিরুদ্ধে ছড়ানো বিভিন্ন গুজব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।

এ সময় বক্তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সমস্ত গুজব ছড়ানো হচ্ছে সেই সমস্ত গুজব থেকে অভিভাবক শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষকে কান না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা চালানোর বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

মেহেরপুরে আন্দোলনকারীদের

বিক্ষোভ মিছিল, সাংবাদিক আহত

সরকার পদত্যাগের একদফা দাবিতে ডাকা অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে মেহেরপুরে সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্র-জনতা।

সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন এবং সরকার পতনের দাবী করে বিভিন্ন শ্লোগান তোলেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীরা শ্লোগান দেন, “এক দফা এক দাবী, শেখ হাসিনা কবে যাবি, আমার ভাই মরলো কেনো শেখ হাসিনা জবাব দে”।

আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ মিছিলে আটকে পড়ে শহরের বিভিন্ন যানবাহন। আটকে দেওয়া হয় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও মুজিবনগর সড়ক। ফলে ঘন্টাব্যাপী যানজটের সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীদের ‘একদফা এক দাবি শেখ হাসিনার পদত্যাগ’, দিয়েছি তো রক্ত, আরও দিবো রক্ত’, ‘আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার’, ‘আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই’, – আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরেসহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে শোনা গেছে।

আন্দোলনকারীরা বলেন, সোনার বাংলায় বৈষম্যের কোন ঠাই হবে না। আমাদের যৌক্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের উপর হামলা, গুলি, টিয়ারসেল মারা হয়েছে। আমাদের অসংখ্য ভাই, সাধারণ মানুষ শহীদ হয়েছে। এখন আমরা এক দফা দাবি সরকারের পদত্যাগ চাই। এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। আমাদের আন্দোলন চলবে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আন্দোলনকারীরা মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে আসতে শুরু করেন। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ লাঠি দিয়ে দায়িত্বরত অবস্থায় প্রথম আলোর মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাঈদকে বেদম মারধর করে। আবু সাঈদকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক লীগের মিছিলের ছবি নিতে গেলে যুগান্তরের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযমের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়া হয়। পরে মোবাইল ফোনটি দিয়ে দেন তারা।

এদিকে মেহেরপুর শহরে যুবলীগ, গাংনীতে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ

সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও মুজিবনগরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগের উদ্যোগে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুরে ফুটবল টুর্নামেন্টের অনিয়মের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর জনকল্যাণ ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির ভুল সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এবং অনিয়মের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাবের আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন আজ শনিবার রাতে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাব এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, আশরাফপুর জনকল্যাণ ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত “মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট” আমরা, কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাব গত ০৭/০৭/২৪ ইং তারিখ রবিবার প্রথম রাউন্ডের খেলায় অংশগ্রহণ করি এবং পরবর্তীর সকল ম্যাচ জয় লাভ করে গত ২৯ জুলাই সোমবার সেমিফাইনাল ম্যাচে মেহেরপুর বন্ধু একাদশ ক্লাবের বিপক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করি। উক্ত খেলায় দ্বিতীয়ার্থে কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাব একটি গোল করে। রেফারি গোলের বাঁশি দেওয়ার পরপরি মেহেরপুর বন্ধু একাদশ রেফারি সিদ্ধান্তকে অমান্য করে মাঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, যা উক্ত টুর্নামেন্টের টাইয়ের ৮ নম্বর শর্ত কে অমান্য করে।

এরপর নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও ভিডিও রিভিউ করা হয়। তারপর রেফারি, সহকারী রেফারি, কমিটি মাইকে ঘোষণা করে গোলের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেন। এই প্রক্রিয়ায় আনুমানিক ২০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর খেলা

মাঠে করায় এবং খেলাটি স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। তখন স্কোর লাইন হয়, কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাব ১ মেহেরপুর বন্ধু একাদশ ০। এমতাবস্থায় খেলা শেষ বাসি বাজার আগ মুহূর্তে মেহেরপুর বন্ধু একাদশের সমর্থকরা লাইস ম্যানের উপর চড়াও হয় এবং পারমাণবিক শারীরিক নির্যাতন করে আহত করে যা বর্বরতার পরিচয় দেয়। যা উক্ত টাইয়ের ৯ নং শর্ত “খেলা চলাকালীন সময়ে খেলোয়াড় অথবা সমর্থকরা কোন বিশৃঙ্খলা করলে উত্তর টিমকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে”। যা এই শর্তের সরাসরি লংঘন করে।

এরপর পুরো মাঠ ধরে তীব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় খেলোয়াড়, রেফারি, সহকারি রেফারি, লাইসম্যান এবং সকল দর্শকের নিরাপত্তার স্বার্থে কমিটি মাইকে ঘোষণা করে আপনারা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করুন এরপর আর মাঠে খেলা গড়ানো সম্ভব হয়নি। কমিটির আইন অনুযায়ী মেহেরপুর বন্ধু একাদশ ক্লাব টুর্নামেন্ট থেকে বরখাস্ত হওয়ার কথা এবং কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাব সরাসরি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা রাখে।
তা সত্বেও কমিটি কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাবকে পুনরায় মেহেরপুর বন্ধু একাদশ ক্লাবের সাথে ম্যাচ খেলার প্রস্তাব দেয়। যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং হাস্যকর। যা কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে। পরবর্তীতে ১/৮/২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কমিটি কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাবের কোন প্রতিনিধির উপস্থিত ছাড়াই একতরফা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাবকে বহিষ্কার করে, যা ন্যাচারাল জাস্টিসের প্রিন্সিপাল কে লংঘন করে।

এই সম্পূর্ণ ঘটনা আমাদের জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পিতা মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের নামে ঘোষিত টুর্নামেন্টকে কুলুষিত ও কলঙ্কিত করে। যা সমগ্র মেহেরপুরবাসীর জন্য চরম লজ্জারও হতাশার। এমত অবস্থায় আমাদের এবং সমগ্র মেহেরপুরবাসীর অভিভাবক মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য, ফরহাদ হোসেন স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন, যোগ্য দল হিসেবে কোমরপুর বিজয় নিশান ক্লাবকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করে উক্ত টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে খেলানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মহাজনপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মইনুদ্দিন ময়না, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, আব্দুর রশিদ বল্টু, কমিটির সদস্য মাদার আলী, ফেরদৌস আলী, অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম সাহেব, মফিজুর রহমান মফিজ, আরিফুল ইসলাম মিলন, সানোয়ার

হোসেন সেন্টু, আনিসুর রহমান টিপু, আব্দুল মাবুদ, সাবেকিউবে সদস্য সানাউল হোসেন, আজিজুল ইসলাম, বিল্লাল হোসেন, তুয়াজ আলী, সোনা গাইন, আরিফুল ইসলাম মিঠু, ইউনুস আলী হাজী মোঃ আতিকুল্লাহ সোহাগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকাস্থ কুষ্টিয়া খ্রীষ্ট্রিয়ান কর্মজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি হলেন জেমস স্বপন মল্লিক

ঢাকাস্থ বৃহত্তর কুষ্টিয়া খ্রীষ্ট্রিয়ান কর্মজীবি সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

আজ শুক্রবার ঢাকার তেজগাঁওয়ে সমিতির কার্যালয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ছাতা প্রতীকে ১৬৬ ভোট পেয়ে মেহেরপুরের জেমন স্বপন মল্লিক বাবু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এ্যান্টনী এডুওয়ার্ড ম-ল পেয়েছেন চেয়ার প্রতীকে ১১৮ ভোট। এছাড়া বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন সহ-সভাপতি পদে সেরাফিন ম-ল, ট্রেজারার পদে জর্জ সুমন ম-ল, পরিচালক ম-লির সদস্য পদে পঙ্কজ সরকার টুটুল, ভিনসেন্ট বিশ্বাস ও সলিল ম-ল।

নিবার্চন পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তেজগাঁজ থানা সমবায় কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাজ্জাক উল্লা পাটওয়ারি, সদস্য ঢাকা জেলা সমবায় কার্যালয়ে পরিদর্শক মুন্সী আব্দুল কাউয়ুম ও তেজগাঁও সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো: হাবিবুর রহমান।

গাংনীতে খারিজ বন্ধ, ভোগান্তি চরমে

যোগদানের তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন খারিজের (নামজারি) কাজ শুরু না করায় চরম বিপাকে পড়েছে ভূমি মালিকরা।

দিনের পর দিন ভুমি অফিসে ধরণা দিয়েও নামজারি না করতে পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে এলাকাবাসি।

জানা গেছে, চলতি বছরের জুলাই মাসের ১০ তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন গাংনীতে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকে জুলাই মাসের শেষ দিন পর্যন্ত কোন নামজারি করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

নামজারি না হওয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নতুন জটিলতা। এতে বাড়ছে ভূমি বিরোধ ও নতুন নতুন দেওয়ানি মামলার।

এদিকে নামজারির আবেদন পড়ে থাকায় ভূমি সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে উপজেলাবাসী। নামজারি, ভূমি উন্নয়নকর পরিশোধসহ নানা ধরনের সেবা পেতে ভোগান্তি পোহাচ্ছে হচ্ছে।

নামজারি সহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেনের সাক্ষাৎ না পাওয়ার অভিযোগ করেছে বেশ কয়েকজন ভূমি মালিক।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, নামজারি না হওয়ার কারনে ভূমি রেজিস্ট্রিও করতে পারছে না অনেকে। নামজারি, মিস কেসসহ বিভিন্ন সেবা পেতে দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে ভূমি অফিসের বারান্দা।

সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক কামরুজ্জামান বলেন, নতুন এসি ল্যা- স্যার জয়েন করে খারিজ (নামজারি) করেননি। খারিজ না হওয়ার জমি রেজিস্ট্রি কম হচ্ছে এবং মানুষের খুব ভোগান্তি হচ্ছে। গাংনী একটি বড় উপজেলা এভাবে খারিজ বন্ধ হয়ে থাকা উচিৎ নয়।

একটি সূত্রে জানা গেছে, নামজারি বন্ধ থাকায় গত কয়েকদিনেই ১২শ ৫০ টি ফাইলের স্তুপ জমা হয়েছে। এসি ল্যা- নামজারি শুরু না করায় গত বুধবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা এসি ল্যাণ্ডের উপর

অসন্তোশ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

কাজিপুর গ্রামের আব্দুল করিম বলেন, জমি বিক্রি করে ছেলেকে বিদেশে পাঠাবেন কিন্তু নাম জারি না হওয়ার কারনে জমি রেজিষ্টি করতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন তিনি।

তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের রফিবুল ইসলাম বলেন,বাবা মারা গেছে। বাবার জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধ চলছে। নামজারি করতে না পারায় বন্টননামা রেজিস্ট্রেশন করা যাচ্ছেনা। তাই নাম জারি করা হলে দ্রুত বিরোধ নিস্পত্তি হবে।

ধানখোলা গ্রামের খবির উদ্দীন বলেন, তিনি সৌদি আরবে থাকেন সম্প্রতি বাড়িতে এসেছেন। পারিবারিক কারনে একটি জমি বিক্রি করতে হবে। নামজারি না থাকার কারনে রেজিষ্টি করতে পারছেন না। তিনি আগামী ১২ আগষ্ট রাতে সৌদ্দি আরব চলে যাবেন।

নামজারি না করার বিষয়ে জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন কথা বলতে রাজি হননি।

জেলা প্রশাসক শামীম হাসান বলেন, নামজারি বন্ধের বিষয়টি তিনি অবগত হওয়ার পর দ্রুত নামজারি করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেনকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ডিবি প্রধানের দায়িত্ব পেলেন মেহেরপুরের আশরাফুজ্জামান

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের প্রধান হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে মেহেরপুরের কৃতি সন্তান আশরাফুজ্জামানকে।
তিনি ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে লজিস্টিক, ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া গ্রামের সন্তান

বুধবার (৩১ জুলাই) ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ পদায়ন করা হয়। একই আদেশে ডিবিপ্রধান হারুন অর রশীদকে

বদলি করা হয়েছে।

তাকে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মহা. আশরাফুজ্জামান বিসিএস ১৭ ব্যাচের কর্মকর্তা। ডিএমপির লজিস্টিকস, ফিন্যান্স বিভাগের আগে তিনি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার খুলনার কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি) এবং ডিএমপির ট্রাফিক দক্ষিণ বিভাগের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মুজিবনগরে নিখোঁজের দুই দিন পর যুবক উদ্ধার

মুজিবনগরে নিখোঁজের দুইদিন পর উদ্ধার করা হয়েছে নিখোঁজ হওয়া গৌরিনগর গ্রামের প্রবাসী রফিকুল ইসলামের ছেলে বকুল (২৫)কে।

উপজেলার দারিয়াপুর ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান (গুটলি) সাথে কথা বলে জানা যায়, গত সোমবার গৌরিনগর গ্রামের প্রবাসী রফিকুল ইসলামের ছেলে বকুল (২৫) বড়নাগার চৌলার মাঠে নিজ ধানক্ষেতে সেলোমেশিন দিয়ে সেচ দেওয়ার সময় নিখোঁজ হয়।জমির পাশে পাওয়া যায় তার ব্যবহিত গামছা এবং বাইসাইকেল।বন্ধ পাওয়া যায় তার মোবাইল ফোন সন্ধেয় হয় খারাপ কিছুর। গত সোমবার রাত্রী থেকে খোঁজাখুজি শুরু করে গ্রামবাসি ও আত্মীয় স্বজন সোববার রাত পেরিয়ে মঙ্গলবার সারা দিন চলে খোঁজাখুজি বিকেল মুজিবনগর থানায় নিখোজের জিডি করে বকুলে ছোট ভাই তৎপরতা শুরু করে পুলিশ। পুলিশ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ট্রাকিং এর মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া ইকো পার্কের আবাসিক এলাকায় গৌরিনগর গ্রামের তবারকের ছেলে সাজুর মেয়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি)উজ্বল কুমার দত্ত জানান, গত মঙ্গলবার মুজিবনগর থানায় একটি নিখোঁজের জিডি করা হয়।

জিডি পেয়ে পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে তাকে উদ্ধার করে।তার স্বীকারক্তি থেকে জানা যায় সে বিভিন্ন জায়গায় থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পারায় তার বন্ধুর আত্মীয়র বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারির ফাঁদে হুমকিতে দেশীয় মাছ

মেহেরপুরে মুজিবনগর উপজেলায় ভৈরব নদীতে চায়না দুয়ারি’ জাল ব্যবহার করে নির্বিচারে মাছ শিকার করছেন স্থানীয় জেলে সহ এক শ্রেণীর অসাধু মানুষ। হুমকিতে পড়েছে দেশিয় প্রজাতির মাছ। পুরো ভৈরব নদী জুড়ে অসংখ্য চায়না দুয়াড়ী জাল। এসব দেখেও চোখ বন্ধ করে অন্ধ সেজে বসে আছে উপজেলা মৎস্য অফিস। এই জালের বিরুদ্ধে চোখে পড়ার মত নেই কোন কার্যক্রম।

খুব সহজে মাছ ধরার এই জাল ব্যবহারে বন্ধ না করলে ভবিষ্যতে দেশীয় প্রজাতির মাছ অস্তিত্বের সংকটে পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বর্তমান সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নিজস্ব উদ্যোগে মৃতপ্রায় ভৈরব নদী নতুন করে খননের ফলে হারিয়ে যাওয়া দেশিও প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
কিন্তু ভৈরব নদীতে ব্যাপক ভাবে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জালের ব্যাবহারে এবং উপজেলা মৎস্য অফিসের নিংক্রিয়তার ফলে হারাতে বসেছে দেশিয় প্রজাতির মাছ সহ নদীর জীববৈচিত্র।

এই জালে গিটগুলোর যে দূরত্ব, তাতে এটি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ জালের আওতায় পড়ে। তবে নিষিদ্ধ জালের তালিকায় থাকার পরের মৎস্য অফিসের নিংসক্রিয়তার সুযোগ নিয়েই অবাধে চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করা হচ্ছে।

মাছের প্রজনন মৌসুমে নিষিদ্ধ কারেন্ট জালের পর এবার ভয়ংকর চায়না দুয়ারি নামক জালে দেশীয় প্রজাতির সব মাছ ধরা পড়ছে। শুরুর দিকে ভৈরব নদীতে এ জাল ব্যবহার হলেও এখন ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যন্ত গ্রামেও। বর্তমানে জেলে সহ স্থানীয় মানুষ অহরহ ব্যবহার করতে শুরু করেছেন এ জাল।

ভৈরব নদীর মিঠাপানির সব ধরনের দেশীয় প্রজাতির মাছ সূক্ষ এ জালের কানে ধরা পড়ছে। বিশেষ করে মাছের প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা চিংড়ি, পুটি, ট্যাংরা, কই, শিং, বেলে, বোয়াল, শোল, টাকিসহ দেশি প্রজাতির সব মাছ চায়না দুয়ারির ফাঁদে নিধন হচ্ছে। সেই মাছশূন্য হয়ে পড়ছে ভৈরব নদী।

আইন অনুযায়ী দেশে মাছ ধরার যেসব জালের অনুমোদন রয়েছে সেগুলোতে ‘মেস সাইজ’ তথা জালের ফাঁসের একটি গিট থেকে আরেক গিটের দূরত্ব হতে হয় ন্যূনতম পাড়ে ৪ সেন্টিমিটার। ‘মেস সাইজ তথ্য ফাঁসের আকার এর চেয়ে ছোট হলে সে ভাল আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

জেলেরা জানাচ্ছেন, চায়না দুয়ারি জালে এই ফাঁসের আকার সাড়ে ৪ সেন্টিমিটারের চেয়ে অনেক কম। ফলে এই জালে সব ধরনের মাছ ছেঁকে ওঠে। জেলেরা আরও বলেন, ‘পেশায় জেলে শুধু তাই নয়, মাছের ডিম পর্যন্ত আটকে যায় এই জালে। সহজেই মাছ ধরা যায় এবং দাম কম হওয়ায় বেশির ভাগ জেলে এখন এ জাল ব্যবহার করছেন। কারেন্ট জালসহ নিষিদ্ধ জালের তালিকায় এর নাম না থাকাকে কারণ দেখিয়েও অনেকে এই জাল ব্যবহার করছেন।

জেলেরা আরও বলছেন, এখন অনেক শৌখিন মৌসুমি মৎস্য শিকারি মাছ ধরতে নেমেছেন। ফলে যারা পুরোনো কৌশলে মাছ ধরতেন, তাদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই অনেকেই বাধ্য হয়ে চায়না দুয়ারি কিনছেন। নদীতে চায়না দুয়ারি জাল বন্ধে উপজেলা মৎস্য বিভাগেরর তেমন কোনো তৎপরতাও চোখে পড়ে না। প্রকাশ্যেই অনেকে চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করেই মাছ ধরছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাসিন্দা গোপালনগর গ্রামের এক জন জানান, দুপুর হলেই ছোট ছোট ডিঙিতে করে এই চানা দুয়ারি নদীতে ফেলা হয়। সারা রাত নদীতে রাখার পর সকালে তুলে আনা হয়। এ সময় জালে ধরা পড়ে দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় সব মাছ নদীতে থাকা জলজপ্রাণী, এমনকি ওঠে মাছের ডিমও। এ জাল দিয়ে মাছ ধরলে কিছু দিন পর হয়তো নদীতে আর কোনো মাছ পাওয়াই কঠিন হবে।”

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর এক জেলে বলেন, ‘আগে কারেন্ট জাল ব্যবহার করলেও চায়না দুয়ারি আসার পর সেটি বাদ দিয়েছি। কারণ কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরলে প্রশাসন উৎপাত করে। এ ছাড়া কারেন্ট জালের চেয়ে চায়না দুয়ারিতে মাছ বেশি পাওয়া যায়। ৫০ হাজার টাকা খরচ করে আটটি চায়না দুয়ারি কিনেছি।”

এমন মানুষও চায়না দুয়ারি নিয়ে মাছ ধরছেন। হাট-বাজারে গুণগতমান ও আকার অনুসারে তিন থেকে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। এ জাল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ শিকারি আরও কিছু মানুষ জানান, চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ ধরা ঠিক নয়, সেটি তারাও জানেন। তারপরও তারা মাছ ধরছেন।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অতি:) দায়িত্বে থাকা মেহেরপুর সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীন ইসলাম বলেন ‘এই জালে মাছসহ নানা ধরনের জলজ প্রাণীও আটকে যায়। যেসব মাছ বাজারে বিক্রি হয় না, সেগুলোও ধরা পড়ে। কিন্তু সেগুলো জালে আটকে গেলে আর নদীতে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ফলে দেশীয় মাছসহ নানা ধরনের জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।
আমি কয়েক দিন আগে যোগদান করেছি বিষয়গুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আমার আলাপ হয়েছে চায়না না দুয়ারী জালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।